সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর ২০১৪

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

হায় ! ড্রোফ্লুরোকাব

২০/৭১

হাইড্রোফ্লুরোকার্বন থেকে জলবায়ু বদল হচ্ছে। কিন্তু এই হাইড্রোকার্বন জলবায়ু বদলে কতটা কাজ করছে এই নিয়ে একটা টানাপোড়েন আছে।

কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী এই রাসায়নিকের জলবায়ু বদলে ভূমিকা কম। মন্ট্রিল প্রটোকল অনুযায়ী ভূমিকা বেশি। মন্ট্রিল অনুযায়ী এই রাসায়নিক ওজোন চাদরের ক্ষয় করছে। এইবার বন শহরের বৈঠকে এই নিয়ে জোর তর্ক হয়। কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। তবে এই বৈঠকে মন্ট্রিল প্রটোকলের পক্ষে পাল্লাভারি হয়েছে।

কমগম

২০/৭২

ভারতে গমের ফলন কমছে। ২০১০ -এর ফলন ধরে বললে এই পরিমাণ অর্ধেক হয়েছে। এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্স। এই জন্য নেওয়া হয়েছে ৩০ বছরের তথ্য। দেখা গেছে ৯০ শতাংশ গম নষ্টের কারণ ধোঁয়াশা ও দুষণ। ফলন কমের এই ঘটনা দেখা গেছে ঘন বসতির রাজ্যগুলোয়।

আলট্রাফানসো

২০/৭৩

মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পাহাড়ের আলফানসো আমের জন্য নামডাক আছে। এই আমটার বাজারে বেশ চাহিদাও আছে। তাই এইখানে এই আমটাই বেশি করা হয়। এইদিকে এই আমটা বেশি করে করতে গিয়ে ওখানকার দেশী আমগুলো চাষ করা হচ্ছে না। ফলে দেশী আমগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। অথচ পশ্চিমঘাটে দেশী জাতের আম প্রথম চাষ করা হয়।

ওখানে এখন ২০৫টি দেশী জাতের হদিশ পাওয়া গেছে। আরো জাতের হদিস পাওয়া যাবে। দেশী জাতগুলো গ্রামে ও নানা প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো করে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এইভাবে হয়তো দেশী গাছকে কিছুটা বাঁচানো যাবে। এই কাজে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও হাত লাগাচ্ছে। দেশী জাত বাঁচানোর এই উদ্যোগটা নিয়েছে মহারাষ্ট্রের পরিবেশ বিভাগ।

পূর্ব ভাষ

২০/৭৪

দেশের পূর্ব উপকূলে সাইক্লোনের দাপট ভীষণ বেড়ে যাবে। এই কথাটা বলেছে ইন্টার-গর্ভনমেন্ট্রাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আর পরিবেশ ও বনমন্ত্রক। এইজন্য ওখানে আগের তৈরি ঘরবাড়ি জলবায়ু বদল রোখার মতো করে পাল্টিয়ে বানিয়ে নিতে হবে।

এইজন্য ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে জলস্ফীতি, সমুদ্রতল বাড়া ও অন্যান্য বিরুদ্ধ অবস্থাও বাড়বে। এইসব নিয়ে এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট এক ওয়ার্কিং পেপার বানিয়েছে। খবরটা এল ডব্লুডব্লুডব্লু. দ্য হিন্দু. কম থেকে।

বাত চিত

২০/৭৫

বাতাসে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার বাড়লে রিউমাটয়েড আর্থাইটিস রোগীর শরীর আরো বেশি খারাপ হয়। সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার হল কঠিন ও তরল ক্ষুদ্র কণা যেগুলো ইঞ্জিন, শিল্প ও প্রকৃতি থেকে হাওয়ায় মেশে। এই জিনিসটা বাতাসে বাড়ার ফলে আর্থাইটিস বাড়ছে এমন ৩০০ রোগী পাওয়া গেছে। এটা একটা সমীক্ষা। সমীক্ষা করেছে এইমস-এর বাতরোগ বিভাগ ও ভারতের জলবায়ু দফতর। টাকা দিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তাদের জলবায়ু বদল প্রকল্প থেকে। সমীক্ষার সময়টা ছিল এপ্রিল ২০১৩ অব্দি। খবরটা পেলাম ডব্লুডব্লুডব্লু. ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস.কম থেকে।

ছয়লাপ

২০/৭৬

বায়ু দূষণ বোঝার জন্য একটা নতুন পদ্ধতি এসেছে। পদ্ধতিটা এনেছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। এইজন্য বানানো হয়েছে বাতাস-মাপার ছয়টা সূচক। যার নাম হয়েছে সিক্স এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স। এই ছয়টা বিভাগের ভেতর আছে ভালো, সন্তোষজনক, মধ্যমান, খারাপ, খুব খারাপ। এই সূচক বানানোর কারণ সেই দূষণকণা সম্বন্ধে ঠিক সময়ে জানা। এই সূচকগুলো দিয়ে কাজ হবে দেশের শহরগুলোয়। কাজ শুরু হবে ডিসেম্বরের মাঝ বরাবর। খবরটা এল ডব্লুডব্লুডব্লু ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস থেকে।

চিন্তার কুয়াশা

২০/৭৭

সিঙ্গাপুর বায়ু দূষণ ভয়ানক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এই দূষণের কারণ সিঙ্গাপুর রোজ হালকা কুয়াশার ছেয়ে থাকছে। এই কুয়াশাটা আসছে বন-পোড়ানো থেকে। বনটা পোড়ানো হচ্ছে সিঙ্গাপুরের পাশের দেশ ইন্দোনেশিয়ায়। এই নিয়ে সিঙ্গাপুরে আইন বানানো হয়েছে। দুই দেশই এর বিহিত-এর উপায় বের করা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। ডব্লুডব্লুডব্লু.অনলাইন.ডব্লুএসজি.কম-এ এই খবরটা আছে।

কতরকম ব্যাপার !

২০/৭৮

ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফকে এনডিএ নতুন করে বানালেও বানানোটা ভালো হয়নি। কারণ ওই বোর্ডে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিদিষ্ট সংখ্যার নিরপেক্ষ সদস্য নেই। এইজন্য সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার আর পরিবেশ ও বনমন্ত্রককে নোটিশ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল পরের শুনানি অব্দি তারা কোনো প্রকল্পের অনুমোদন দিতে পারবে না। এই বলে কোর্ট ১২০টা প্রকল্প আটকে রেখেছিল। সরকার এবার এই বোর্ডে চারটে এনজিও ও ৮ জন বিশেষজ্ঞকে যোগ করেছে। ফলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এই কাজে যোগদান আর বোর্ড আইনানুগ হওয়া দুই কাজই হল।

খোদার ঘরে ?

২০/৭৯

আমেরিকার সমুদ্রতল এতটা বাড়ছে যে বন্যা আসা ওখানে প্রায় স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে যাচ্ছে। এইটা বেড়েছে গত ৫০ বছরে। এর ফলে নিউইয়র্কসহ আমেরিকার অনেকগুলো অঞ্চল আগামী তিন দশকের ভেতর অচল-অকেজো হয়ে যাবে। এই রিপোর্টটা বানিয়েছে ইউনিয়ন অব কনসার্নড সায়েন্টিস্ট। এই গবেষক দল এইজন্য ১৫-৩০ বছরের জলবায়ুর গতিপ্রকৃতি সমীক্ষা করেছে আমেরিকার ৫২টা এলাকার ওপর। খবরটা পাওয়া গেল ডব্লুডব্লুডব্লু.রয়টার্স.কম এ।

জাপানি কায়দা

২০/৮০

জৈব বৈচিত্র নিয়ে নগোয়া প্রটোকল এবার কাজ করতে শুরু করবে। কারণ জাপান এবার প্রটোকলটার অনুমোদন দিয়েছে। জাপান ২০১০-এ নিয়ে এইবার প্রটোকলটার অনুমোদন করল। এইবার মনে হয় জৈব বৈচিত্র রক্ষা নিয়ে ভালো কাজ হবে।

চাঁদের পাহাড়ে

২০/৮১

আফ্রিকাতে এখানো বনৌষধি লোকে বেশ ব্যবহার করে। এই হার প্রায় ৯০ শতাংশের মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার লিমপোপো

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

রাজ্যের ক্যাপ্রিকর্ন জেলার দুটো জায়গা নিয়ে এই বিষয়ে সমীক্ষা হয়েছে। সমীক্ষা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী দল। দেখা গেছে ওখানে ৬২টা বাড়ির বাগানে লাগানো প্রায় ৩৭টা ভেষজ গাছ পাওয়া গেছে। তার ভেতর শতকরা ৬০ ভাগের মতো গাছ আফ্রিকারই। আফ্রিকার নানা দেশের ছবিও প্রায় এক। হাসপাতাল না থাকা বা হাসপাতালের দুর্বল পরিকাঠামো, ভেষজে সহজ নিরাময়, ভেষজ ওষুধের সহজে সন্ধান পাওয়া এইসবই হচ্ছে এর কারণ।

ক্যান্সারে ইসবগুল !

২০/৮২

ইসবগুল দিয়ে ক্যান্সার সারছে। এইরকম হয়েছে মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, চিলি ও ভেনেজুয়েলায়। এইসব জানিয়েছে ভি শ্রীবাস্তব, এ এস নেগি, গালভেজ এম কোরডেরো, এম সি কোর্টেস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা পত্রে।

দলাই লামার কাছে

২০/৮৩

জলবায়ু বদল বুঝতে এবার তিব্বত মালভূমি নিয়ে গবেষণা শুরু হবে। তিব্বত মালভূমির আবহাওয়ার গতিবিধি নিয়ে গবেষণা হবে। এই গবেষণায় আঞ্চলিক ও বিশ্ব-জলবায়ু দুটোই জোর পাবে। এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার জলবায়ু বুঝতে এই গবেষণা সাহায্য করবে। এইজন্য তিব্বত মালভূমির এমন একটা জায়গা বাছা হয়েছে সেই জায়গাটা পাহাড়ের গায়ে, যেই জায়গায় বন্যা হওয়ায় কাশ্মীর আর পাকিস্তানের ক্ষতি হয়েছিল।

তিব্বত মালভূমিটার উচ্চতা বেশি বলে বেশি সূর্যালোক পায়, মালভূমিটা সমুদ্রতল থেকে বেশি গরম হয়। এই গবেষণার উদ্যোগটা চিনের। এই জন্য চিন খরচ করবে ৪৯ মিলিয়ন ডলার। খবরটা লেখা আছে ডব্লুডব্লুডব্লু.দ্য হিন্দু.কম-এ।

খড়ের শাড়ি !!

২০/৮৪

অন্ধ্রপ্রদেশের মুআভা কৃষ্ণমূর্তি খড় দিয়ে শাড়ি বানিয়েছে। মুআভার বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার কোম্মানেনিভেরিপালেম জেলায়। মুআভি খালি খড় দিয়ে শাড়িই বানায় না, ব্লাউজ-হাতব্যাগ ইত্যাদি হরেক জিনিসও বানায়। মুআভার খড়ের শাড়ি ৫-৭ বছর অব্দি টেঁকে। মুআভা খড় ছাড়াও নারকেল পাতা, তালপাতা, সোরগাম পাতার মতো অনেক পাতার তন্তু দিয়ে বোনা ও ফ্যাব্রিকের কাজ করছে। মুআভা এই কাজ সবাইকে শেখাতে চায় আর চায় তার কাজ যেন দেশে -বিদেশে সমাদর পায়।

শয়তানের সবুজ চোখ...

২০/৮৫

ইন্টারপোল পরিবেশ নিয়ে অভিযুক্ত আসামি তালিকা বের করেছে। এইরকম আসামি তালিকা এই প্রথম বেরল। এই অভিযুক্তের তালিকায় আছে ১৩৯ জন। এই ১৩৯ জন অপরাধী ৩৬টা দেশের। অপরাধের ভেতর আছে বেআইনি মাছধরা-পশু পাচার, বেআইনি গাছকাটা, বেআইনি হাতির দাঁত পাচার ইত্যাদি।

কীরকম যেন ?

২০/৮৬

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কমিটি জিনশস্য বর্জনের ব্যাপারে ইউরোপের প্রতিটি দেশকে নিজের নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে বলল। কমিটি আরো বলল যে, যদি সেই শস্য চাষের ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতও থাকে তবু দেশগুলো নিজের মতো করে শস্যটার চাষ দেশে নিষিদ্ধ করতে পারবে।

ছোট ইউক্যালিপটাস ?

২০/৮৭

উষ্ণায়নের জন্য ইউক্যালিপটাস গাছ ছোট হয়ে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা এই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। দুটো প্রজাতির ইউক্যালিপটাস দু-ধরনের গ্রিন হাউসে রেখে দেখা গেছে বেশি গরমের প্রজাতির সালোক সংশ্লেষের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, ডালপালা বেরোচ্ছে কম, লম্বায়ও গাছ ছোট হচ্ছে। গ্লোবাল চেঞ্জ বায়োলজির পত্রে খবরটা ছাপানো হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বরো দান ২০/৮৮

গুজরাটের বরোদার বরোদান গোপালভাই সৌরাষ্ট্র জমিতে কীটনাশক ছড়ানোর একটা যন্ত্র বানিয়েছে। দুটো সাইকেল-চাকার একটা ঠেলাগাড়িতে বসানো এই যন্ত্রটা কাজ করতে শুরু করবে চাকা গড়াতে শুরু করলেই। যন্ত্রটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সারাই করা দুটোই খুব সহজ। এই যন্ত্রটা দিয়ে ৬ ঘণ্টার ভেতর এক একর জমি চাষ করা যাবে। গোপালভাই এ যন্ত্রটার পেটেন্ট পেয়েছে আবার রফতানির বরাতও পেয়েছে।

অমৃতস্বর ২০/৮৯

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃতি-নির্ভর চাষে উৎসাহ দেখিয়েছেন। পাঞ্জাবে এবার এই চাষ নিয়ে কার্যক্রমের এক রূপরেখা বানানো হবে। এইজন্য একটা খসড়া বানানো হচ্ছে। এই খসড়ায় এখন অব্দি মত দিয়েছেন জলসংরক্ষণ অগ্রণী রাজিন্দর কুমার, চাষি দিপক সুচদে, কৃষিবিজ্ঞানী ড.ওমপ্রকাশ রুপেলা, হু-এর বিশেষজ্ঞ হেমন্ত গোস্বামী ও কোয়ালিশন ফর জি এম ফ্রি ইন্ডিয়া-র আহ্বায়ক রাজেশ কৃষ্ণন।

পাল্টা ২০/৯০

সেজ করার জন্য দখল করা জমি ফেরত পাওয়া গেল। জমিটা গুজরাটের কচ্ছ জেলার গয়ারসামা,নভিনাল ও লুনি গ্রামের। জমি ফেরত পাওয়ার রায়টা দিয়েছে গুজরাটের শীর্ষ আদালত। এই তিনটে গ্রামের যে জমিটা নেওয়া হয়েছিল সেই জমিটা আসলে চারণভূমি। এই চারণভূমি ফেরত পেতে এই তিন গ্রাম আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছিল।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

১/১৬ ডিমাই ।। হোয়াইটপ্রিন্ট।। ৪৫ পাতা ।। ৩০ টাকা ।।

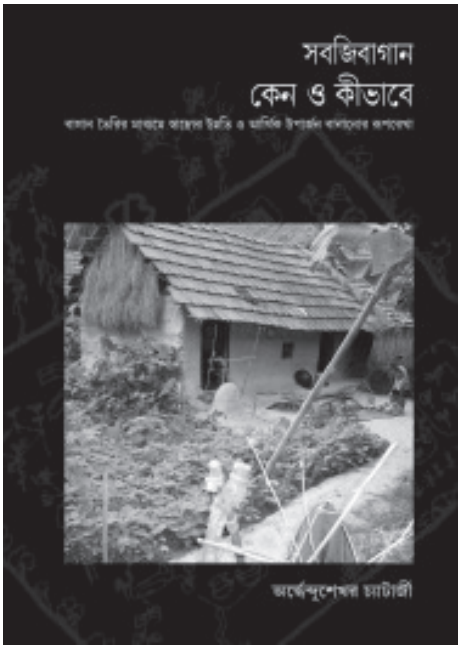

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস

সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু